দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 13 DEC 2016 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ .....

ড. মির্জা মনোয়ার রেজা

মানবিক মূল্যবোধ গঠনে সুশিক্ষার ভূমিকা

সভ্যতা ও সামাজিক অগ্রগতির মূল অনুঘটক শিক্ষা। অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞান, প্রায়োগিক দক্ষতা, মানবিক মূল্যবোধ এবং দৃঢ় আত্মবিশ্বাস শিক্ষাকে পরিপূর্ণ করে। 'শিক্ষাই শক্তি' চিরন্তন প্রবাদ। এ প্রবাদের সঙ্গে পার্থিব জগতের শিক্ষা-শক্তির সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনা হয় না। সুশিক্ষা অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ এবং গভীর দেশপ্রেম জাগ্রত করে। মেধা ও মননে, আধুনিক চিন্তা-চেতনায় একটি সুশিক্ষিত জাতি দেশকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। বলা হয়ে থাকে, একটি জাতির উন্নতির চাবিকাঠি হলো সে জাতির মানসম্মত শিক্ষা, এ জন্য বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর শিক্ষার হার অধিক।

শিক্ষাই শক্তি

এ বিশ্ব বৈচিত্র্যপূর্ণ। সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতিগুলোর সহযোগিতা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনের একমাত্র পথ। প্রতিযোগিতামূলক এ বিশ্বে অস্তিত্বসচেতন ও বাস্তবমুখী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। সঠিক ও বাস্তবমুখী শিক্ষা আমাদের অসত্য, অন্যায় এবং সব ধরনের নেতিবাচকতা থেকে বিরত রাখে এবং মানবিকগুণে গুণান্বিত একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। এ প্রসঙ্গে নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছেন, Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

শিক্ষা অমূল্য সম্পদ যা কেউ কখনো নিতে পারে না। এ শিক্ষা কঠোর পরিশ্রম ও অনেক সাধনার মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। মনীষী ড. এপিজে আবদুল কালাম বলেছেন, 'সূর্যের মতো উজ্জ্বল হতে হলে আগে সূর্যের মতো পুড়তে হবে। অর্থাৎ বড় সফলতা অর্জন করতে হলে শ্রম, মেধা ও ত্যাগ দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে' (মজুমদার, ২০১৫)। নিজের ভবিষ্যতের কারিগর হতে হলে শিক্ষার্থীদের মন দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন শেষ করতে হবে, পড়াশোনাকে বাড়তি বোঝা না ভেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করতে হবে। শিক্ষাকে মন দিয়ে ভালবাসতে হবে, তাহলেই নিজের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে। বলা যায়, সমাজের উন্নয়নে শিক্ষাই সবচেয়ে বড় শক্তি।

আনন্দময় বিদ্যার্জন

শিক্ষার্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বিদ্যার্জন, এ বিদ্যার্জন বুদ্ধিবৃত্তির শানিত রূপ। মানবপ্রেম, সংস্কৃতি, প্রযুক্তিনির্ভর কৌশলের সংমিশ্রণে আধুনিক বিদ্যার্জনের প্রসার ঘটে। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত বিদ্যার্জন যেন হয় আনন্দময়। সে জন্য সার্টিফিকেট সর্বস্ব শিক্ষা বা মুখস্থ বিদ্যার প্রয়োজন নেই। বিদ্যার্জন ও আনন্দ এ দুয়ের সংযোগ মানুষের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করে, দায়িত্ববোধ ও মূল্যবোধকে বিকশিত করে এবং তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন করে তোলে। এ সচেতনতা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখায়। দার্শনিক Allan Bloom-এর ভাষায় বলা যায়, *Educationis the movement from darkness to light.* আলোকিত মানুষ হওয়ার এবং সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব গড়ার জন্য বিদ্যার্জন অনস্বীকার্য। বর্তমানে বিদ্যার্জন কোনো কোনো ক্ষেত্রে আনন্দের উৎস না হয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর মানসিক চাপের কারণ হয়েছে। ভালো ফলাফল লাভ ও সনদ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় প্রতিনিয়ত নানাবিধ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ফলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাহত। মুখস্থনির্ভর পড়াশোনা একজন শিক্ষার্থীর সৃজনশীল চিন্তাভাবনা বিকাশের পথ বন্ধ করে দেয়। এ লক্ষ্যে সৃজনশীল শিক্ষাকে মনেপ্রাণে উৎসাহিত করে আগামী প্রজন্মকে একটি স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ পরিবেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

আকাশছোঁয়া স্বপ্ন-সংকল্প

আজকের নবীন শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের দেশের কর্ণধার। তাদের অর্জিত জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগে পৃথিবী আলোকিত হবে। স্মর্তব্য যে, 'সৃষ্টিকর্তা তাদেরই সাহায্য করেন যারা কঠোর পরিশ্রম করে'– তাই স্বপ্ন বাস্তবায়নে কঠোর পরিশ্রম অপরিহার্য। শিক্ষাজীবন মসৃণ নয়। বন্ধুর সে পথে হাজারো বাধা, তা দেখে কখনোই পিছিয়ে যাওয়া উচিত নয়। এ বাধা অতিক্রম করেই সফলতা অর্জন করতে হয়। সাফল্য অর্জনের প্রথম শর্ত একটি পরিকল্পিত স্বপ্ন-সংকল্প, যে সংকল্প হবে আকাশসম। নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে অদম্য ইচ্ছাশক্তি, কঠোর পরিশ্রম এবং অসাধ্য সাধনের প্রত্যয়ে সে স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে হয়। ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি ড. এপিজে আবদুল কালাম বলেছেন, '*তুমি ঘুমিয়ে যা দেখো তা স্বপ্ন নয়, বরং যা তোমাকে ঘুমাতে দেয় না সেটাই স্বপ্ন।*' শিক্ষা আমাদের সেই স্বপ্নগুলো দেখতে শেখায় এবং সে স্বপ্নপূরণের বাসনা জাগায়। মনে রাখতে হবে যে, ব্যর্থতা সফলতার উদ্দীপক। Failure is the Pillar of the Success. ব্যর্থতা কখনো কখনো সফল মানুষের জীবনের অন্যতম অংশ। জীবনে কোনো কোনো ব্যর্থতার ভূমিকা সফলতার চেয়েও অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ। ব্যর্থ হওয়ার ভয়ে স্বপ্ন দেখা বন্ধ করলে কখনোই সফলতা ধরা দেবে না।

সমস্যাকে ভয় পেলে চলবে না। সমস্যাকে জয় করতে হবে। আমাকে হতে হবে সমস্যা সমাধানের অধিনায়ক। সমস্যাবিহীন সফলতায় স্বাদ নেই (ড. এপিজে আবদুল কালাম)। আর এ জন্য আমাদের বুনতে হবে বিশাল স্বপ্নের জাল। নিজের স্বপ্ন, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছাশক্তি, কঠোর পরিশ্রম ও মেধা দিয়ে নিজের ভাগ্য নিজেই গড়তে হয় (মজুমদার, ২০১৫)।

সুশিক্ষার সুফল

শিক্ষা মানুষের জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত করে। শিক্ষা কেবল সনদ অর্জন বা ভালো পেশায় নিয়োজিত হতে সাহায্য করে না, বরং মৌলিক জ্ঞানে জ্ঞানালোকিত একজন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। সংস্কার ও কুসংস্কারের পার্থক্য তার মানসলোকে পরিষ্কার ও পরিস্ফুট হয়। সব ধরনের কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে থেকে নিজের অর্জিত জ্ঞান ও স্বীয় প্রতিভার মাধ্যমে সমাজের উন্নয়নে অংশ নিতে শেখায়। মনে রাখতে হবে, অজ্ঞতা থেকেই কুসংস্কারের জন্ম। কুসংস্কারমুক্ত আধুনিক সভ্যতার অগ্রযাত্রাই জাতির উন্নয়ন সম্ভব। কুসংস্কার ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গঠনে শিক্ষা অপরিহার্য। সমাজ ও দেশকে কুসংস্কারমুক্ত রাখতে হলে শিক্ষিত জাতি গঠন অপরিহার্য। অজ্ঞতা, অজানাকে জানার অভাব, কুসংস্কার ইত্যাদির কারণে আমরা সমাজে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হই। শিক্ষা আমাদের সব রকম সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে। কেননা শিক্ষিত মানুষ ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বুঝতে পারে, যে কোনো সমস্যায় নিজের অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত সমাধানের চেষ্টা করে, সমাজ থেকে কুসংস্কার দূরীভূত করার মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। একই সঙ্গে শিক্ষা মানুষের সুস্বাস্থ্য, মনোবল ও কর্মদক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।

সর্বজনীন শিক্ষা

মানুষের পাঁচটি মৌলিক অধিকারের মধ্যে শিক্ষা অন্যতম। শিক্ষা শুধু অধিকার নয়, বরং মানুষের উন্নতির সোপানের প্রথম স্তর, যা মানুষের জ্ঞানের এবং সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। শিক্ষা সবার জন্য অত্যাবশ্যক। শিক্ষা, শিক্ষিত মানুষকে সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ এবং তার জীবনে একটি ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করে, ফলে মানুষ নব-নব জ্ঞানান্বেষণ এবং দেশের যে কোনো গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। শিক্ষিত নাগরিক তার নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকে। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে শিক্ষার মান সব সময় এক হয় না। প্রতিনিয়ত আমাদের বেশ কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আমাদের উচিত শিক্ষাকে সর্বজনীন করা, যাতে সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষ শিক্ষার আলোয় তারা নিজেদের আলোকিত করার মাধ্যমে সমাজ ও দেশকে আলোকিত করতে পারে। সমাজের প্রত্যেক মানুষের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত হলেই সমাজ ও দেশ কখনই পিছিয়ে থাকবে না। বলা যায়, শিক্ষা মানুষকে একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে।

নারী শিক্ষা

নারী শিক্ষা যে শুধু তার পরিবারের জন্য আবশ্যক তা নয়, বরং সমগ্র জাতির জন্য তা আবশ্যক। একজন শিক্ষিত নারী তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকে। তার প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান থেকে জোরালো ভূমিকা পালন করতে পারে। নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। অনেক দরিদ্র পরিবারে শিক্ষার গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করতে না পেরে নারী শিক্ষা নিরুৎসাহিত করা হয়। তাদের ধারণা মেয়েদের পড়াশোনা দিয়ে কী হবে? সংসার সামলানো এবং ছেলেমেয়ে মানুষ করানোর জন্য তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু আজ বাস্তবতা ভিন্ন, অনেকেই এখন এ ভ্রান্ত ধারণা থেকে বের হয়ে এসেছে। মেয়েরাও এখন শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে সমাজে নিজের অবস্থান তৈরি করেছে। নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নেপোলিয়ন বলেছিলেন, '*আমাকে একটা শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটা শিক্ষিত জাতি উপহার দিব।*'

সফলতার চাবিকাঠি

মানুষের মনকে বিকশিত করে নতুন নতুন চিন্তাভাবনা ও কর্মের মাধ্যমে সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অগ্রগণ্য। দারিদ্র্যক্লিষ্ট সমাজের জনগণের শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। শিক্ষার এ হার বৃদ্ধিতে দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গঠন একান্ত প্রয়োজন। একমাত্র শিক্ষাই পারে দরিদ্রের ভাগ্য পরিবর্তন করতে। কেননা শিক্ষার সাহায্যে যে কোনো প্রতিকূলতা অতিক্রম করা যায়। বিখ্যাত লেখক Sargent (1994) এর মতে, "Education is often understood as a means of overcoming handicaps, achieving greater equality, and acquiring wealth and status for all". বিশ্বের কোনো কোনো সফল মানুষের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তারা অনেকেই খুবই অসচ্ছল পরিবার থেকে সফলতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছেছেন। তারা তাদের একমাত্র অদম্য ইচ্ছাশক্তির দ্বারা শিক্ষার আলোয় নিজেদের আলোকিত করেছেন।

ভারতের মিসাইলম্যান সাবেক রাষ্ট্রপতি ড. এপিজে আবদুল কালামের কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি অতি দরিদ্র মৎস্যজীবী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তার স্বপ্ন ছিল আকাশছোঁয়া। দরিদ্র পরিবারের হওয়ায় তার ও তার পরিবারের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করতে ছোটবেলায় তাকে পত্রিকার হকারের কাজ পর্যন্ত করতে হয়েছিল। দরিদ্রতা তার ইচ্ছাশক্তি এবং পড়াশোনার আগ্রহের কাছে হার মেনেছিল। অদম্য ইচ্ছাশক্তি, কঠোর পরিশ্রম এবং একনিষ্ঠ অধ্যবসায়ের কারণে তিনি ভারতের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদে অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন, সম্মানিত হয়েছিলেন তার আপন কর্মক্ষেত্রে এবং হয়েছিলেন সবার জন্য অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বের একজন। তার মতো আমরাও শুধু শিক্ষার মাধ্যমেই দারিদ্র্যকে জয় করে বিশ্বে নিজ স্থান প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

শিক্ষাগ্রহণে মা-বাবা আমাদের বড় শিক্ষক এবং নিজ পরিবার শিক্ষার্জনের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। একজন মানুষ তার নিজের পরিবার থেকেই শিক্ষা ও নৈতিকতার শিক্ষা পেয়ে থাকে। পারিবারিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় দৃষ্টিতেও শিক্ষার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। একজন মানুষ ধর্মীয় নিয়ম-কানুন সঠিকভাবে মেনে এবং নৈতিকতাসম্পন্ন জ্ঞান আহরণ করে প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন করে।

বৈষয়িক উন্নতির লাভে মানুষ জীবনে অনেক কিছুতে তার মূল্যবান সম্পদ বিনিয়োগ করে, যেখানে সব সময়ই অর্জন ও বিবর্জনের সম্ভাবনা থাকে কিন্তু শিক্ষা এমন এক ধরনের বিনিয়োগ যেখানে কোনো ধরনের বিবর্জনের সম্ভাবনা নেই। বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনী ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক বিল গেটস শিক্ষাকে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ আখ্যা দিয়েছেন। তিনি তার বই "The Road Ahead" এ বলেছেন, Education is the Best Investment. ধনবান আবিষ্কারক বিল গেটসের মতবাদ অনুযায়ী আমরা আমাদের মেধা যত বেশি শিক্ষায় বিনিয়োগ করব, আমাদের শিক্ষার মানও বেশি সমৃদ্ধ হবে ও নবপ্রজন্ম তত বেশি শিক্ষিত হবে এবং তারা একটা সমৃদ্ধ জাতি উপহার দেবে, তাই শিক্ষা যেন হয় সর্বোচ্চ বিনিয়োগের মাধ্যম। শিক্ষার মাধ্যমে আমরা জাতীয় উন্নয়নের অংশীদার হতে পারি। সমৃদ্ধ দেশ গড়তে এবং স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য ব্যাপকভাবে শিক্ষা-প্রসারের বিকল্প নেই। বিশ্বায়নের এ যুগে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় আরও যোগ্য হতে হবে। এ লক্ষ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব ক্ষেত্রে এবং বিশ্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেশাভিত্তিক প্রচলিত ও অপ্রচলিত সব স্তরের বিদ্যার্জনে নবপ্রজন্মকে যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে।

❑ **লেখক** : ইনচার্জ, রূপায়ণ একেএস ইউনিভার্সিটি